দৈনিক সংবাদ

16

তারিখ ... 02 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষকদের ধর্মঘট, প্রশাসনিক কাজ বন্ধ, বুয়েটে অচলাবস্থা

দাবি ভিসির পদত্যাগ বা অপসারণ

কৈলাস সরকার/হিল্টন দাস ॥ দেশের সবচাইতে অভিজাত প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক এবং কর্মচারীদের একাংশের আন্দোলনে স্থবির হয়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম।

দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিশেষে বর্তমানে শিক্ষকরা অবিরাম কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ছাত্র সংগঠনসমূহ ভিসি'র অবস্থান এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কর্মবিরতির পাশাপাশি উপাচার্যের সভাপতিত্বে সমস্ত বৈঠক বর্জনসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিকসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষকরা আগামী ৩রা নভেম্বর উপাচার্যের কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট এবং পদত্যাগের দাবিতে স্মারকলিপি দেয়ার কর্মসূচি নিয়েছেন।

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আবদুর রাজ্জাক আকন্দ বলেন ঃ বর্তমান উপাচার্যকে দ্বিতীয়বার নিয়োগ দেয়া হয়েছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং স্বৈরাচারীভাবে। বুয়েটের ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি রক্ষা করা হয়; কিন্তু তার বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। বুয়েটের প্রথা অনুযায়ী নতুন ভিসি নিয়োগের আগে পূর্ববর্তী উপাচার্য কয়েকজনের নাম দিয়ে একটি প্যানেল পাঠান; কিন্তু বর্তমান ভিসি নিজে পুনরায় উপাচার্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কোন প্যানেল পাঠাননি। তিনি জানান, বর্তমান উপাচার্যের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে তাদের ২৮টি পয়েন্ট রয়েছে, যা প্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ে প্রকাশ করা হবে। শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে, তাদের দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

উপাচার্যের পদত্যাগের আন্দোলনের ব্যাপারে বুয়েটের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করা হলে তারা জানান, এ আন্দোলনের ব্যাপারে একটা কিছু হওয়া দরকার। তাদের মতে, যাই হোক তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত।

ছাত্রদের মন্তব্য ঃ এভাবে বুয়েট চলতে পারে না। এমন চলতে থাকলে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামব। কেবল এ অবস্থা চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে ধস নামবে। কারণ, বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের যে সকল ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের রেজাল্ট দেয়া যাচ্ছে না, একাডেমিক কার্যক্রম চলছে না। প্রশাসনিক কাজকর্মতো আরো আগে থেকেই বন্ধ।

এ ব্যাপারে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ শাজাহানের সাথে আলাপ করা হলে তিনি বলেনঃ তার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতি যে অভিযোগ এনেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাছাড়া, এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন প্রমাণও নেই। তিনি বলেন, আমার নামে যেকোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সম্মুখীন হতে আমি যেকোন সময় প্রস্তুত।

উপাচার্য বলেন, দ্বিতীয়বারের নিয়োগ নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু যখন নিয়োগ দেয়া হয় তখন কেন প্রতিবাদ উঠল না? তিনি জানান, প্যানেল পাঠাবার কোন নিয়ম বুয়েটে নেই। চ্যান্সেলর ইচ্ছে করলে যে কাউকে যেকোন সময় নিয়োগ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব চ্যান্সেলরের।

বুয়েটের শিক্ষকদের আন্দোলন, উপাচার্যের পদত্যাগ এবং নতুন উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন ঃ বুয়েটের গোটা বিষয় তার পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

বুয়েটের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ শাজাহানকে পরপর দু'বার একই পদে নিয়োগ দেয়ায় দলীয়করণের অভিযোগে বুয়েটে আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন থেকেই। ১৯৯১ সালের ২৪শে এপ্রিল তাকে নিয়োগ দেয়া হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন বুয়েটের উপাচার্য পদে নয়া নিয়োগ পেতে ইতিমধ্যেই দেনদরবার-তদবির শুরু হয়েছে।

নিয়মানুযায়ী চ্যান্সেলর যেকোন একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেবেন। বুয়েটের চ্যান্সেলর ছিলেন রাষ্ট্রপতি। পরে পরিবর্তন করায় বর্তমানে বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী।

নয়া উপাচার্য পদে বুয়েট ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

বুয়েট ঃ অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমানে অনেক শিক্ষকের নাম বেশ আলোচিত। তবে সবচেয়ে বেশি যার নাম আলোচিত হচ্ছে তিনি হচ্ছেন পুর কৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোহরাব উদ্দিন আহমদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরীর ভায়রা। এছাড়া আরো যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন স্থাপত্য বিভাগের সাবেক ডীন এবং বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মোবাশ্বের আলী, শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি, সাবেক ছাত্র কল্যাণ পরিচালক ও এনার্জি সেন্টারের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম, অধ্যাপক আলমগীর হাবিব, অধ্যাপক নূরুল হাবিবের নামও শোনা যাচ্ছে। একটি সূত্র জানায়, বর্তমান উপাচার্য নিজ পদে বহাল থাকার জন্যেও উচ্চপর্যায়ের সাথে ব্যাপক লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।